পলাশে মসজিদের ইমাম করোনা আক্রান্ত, এলাকা লকডাউন

নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় এক মসজিদের ইমাম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো এলাকা লকডাউন করা হয়েছে।

সোমবার রাত ১০টার দিকে নরসিংদীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ও নরসিংদী করোনা প্রতিরোধ জরুরি সেলের প্রধান ইমরুল কায়েস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আক্রান্ত ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জ জেলায় একটি মসজিদে ইমামতি করতেন। তার বাড়ি নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ডাঙ্গার ইসলামপুর গ্রামে।

তার করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে নরসিংদীর সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম টিটনের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়।

আজ যেকোনো সময় করোনা আক্রান্ত ওই ব্যক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক আইসুলেশনে নেয়া হবে বলেও জানান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ।

নরসিংদী করোনা প্রতিরোধ জরুরি সেল সূত্রে জানা যায়, করোনা উপসর্গ দেখা দেয়ায় ওই ব্যক্তি নিজেই ৫ এপ্রিল ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নমুনা দিয়ে আসেন। সোমবার তার পজেটিভ আসে।

নরসিংদীর সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম টিটনের নেতৃত্বে চিকিৎসক ও নরসিংদীর করোনা প্রতিরোধ জরুরি সেলের লোকজন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছেন। তার শারীরিক পরিস্থিতি ভালো। মঙ্গলবার তাকে প্রাতিষ্ঠানিক আইসুলেশনে নেয়া হবে।

সুত্র-যুগান্তর

৩০৬০ কেজি সরকারি চালসহ আটক ২

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার রাইকালী বাজার থেকে পাচার করার সময় সরকারি ৩০ কেজি ওজনের ১০২ বস্তা চালসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। রবিবার রাতে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, আক্কেলপুরের তিলকপুর ইউনিয়নের ভাতকুড়ি গ্রামের আফতাব হোসেনের ছেলে নাছিম মন্ডল (৩৩) ও রায়নগর গ্রামের তোজাম্মেল হোসেনের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩৫)। তারা স্থানীয় ব্যবসায়ী।

পুলিশ জানায়,আটককৃতরা ৩০ কেজি ওজনের ১০২ বস্তা চাল রবিবার রাতে উপজেলার রায়কালী বাজার থেকে অন্যত্র বিক্রির জন্য পাচারের সময় তাদের আটক করা হয়। জব্দকৃত চালগুলি সরকারি হলেও এগুলো ওএমএস অথবা ভিজিএফ’র কি-না তা যাচাই করা হচ্ছে।
পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সালাম কবির চালসহ দু’জনকে আটক করার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন,সরকারি চালগুলি ওএমএস নাকি ভিজিএফ’র তা তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু ওবায়েদ জানান, আটককৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে একটি মামলা দায়ের করে আদালতের মাধ্যমে জেলা হাজতে পাঠানো হবে।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সন্ধ্যার পর ফার্মেসি ছাড়া সব দোকান বন্ধের নির্দেশ

করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে রাজধানীর সব দোকান, সুপারশপ, কাঁচাবাজার বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম।

তবে সন্ধ্যার পর শুধু ওষুধের দোকান বা ফার্মেসি খোলা রাখা যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার দুপুরে ঢাকার পুলিশ কমিশনার গণমাধ্যমকে বলেন, ‘ওষুধের দোকান ছাড়া অন্য কেউ কোনো দোকান খোলা রাখলে তাকে আমরা জনস্বার্থে বন্ধ করতে বাধ্য করব।’

সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘ওষুধের দোকানসহ জরুরি সেবা খাতগুলো চালু থাকবে। বর্তমান করেনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে’।

‘সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে, না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব নয়।’

দোকান, সুপারশপ, কাঁচাবাজার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বন্ধ রাখার বিষয়ে ইতিমধ্যে পুলিশের সব ইউনিটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার।

এদিকে সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির পক্ষ থেকে আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত রাজধানীর সব বাণিজ্য বিতান ও শপিং মল বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছে।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটির সভাপতি তৌফিক এহসান বলেন, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সব বাণিজ্য বিতান ও শপিং মল বন্ধ রাখা হবে। পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে সরকার পরবর্তীতে নতুন কোনো নির্দেশনা দিলে ওই নির্দেশনাও কার্যকর হবে।

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মহানগরের বিত্তবান ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ এলাকায় অসহায়-দুস্থদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি। এছাড়া জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সবাইকে ঘর থেকে বের না হওয়ার অনুরোধ করেন তৌফিক এহসান।

সুত্র-যুগান্তর

রাতের ঢাকায় ‘অন্যরকম’ দৃশ্য

ঘটনাস্থল জিরোপয়েন্ট। রাত তখন নয়টা। একটি মাইক্রোবাস থামতেই চিৎকার। নানা বয়সি ছুটছে। হাঁক চলছে, ‘এদিকে আয়। দৌড় দে।’ এরপর ‘আমারে দেন, আমারে দেন।’ চেঁচামেচি আর জটলা। মাইক্রোবাসটি থেকে কয়েক প্যাকেট খাবার ছুঁড়ে দিতেই ভিড় বাড়তে লাগল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, এ যেন মৌচাকে ঢিল।

গোলাপ শাহ মাজার চত্বর থেকে জিরো পয়েন্ট। মাঝখানে রমনা ভবন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আর পীর ইয়ামেনি। পুরো চত্বরটি মুহুর্তের মধ্যেই একটি গুমোট পরিবেশের তৈরি হলো। গাড়িটি ক প্যাকেট খাবার দিয়েই দ্রুত বেগে চলে গেল। যারা কাছাকাছি ভিড়েছে, খাবার মিলেছে তাদের।

এমন দৃশ্য আগে কখনও চোখে পড়েনি। এ ঢাকা যেন অন্য ঢাকা। কিছুদিন আগেও যে রাতের ঢাকা ছিল ট্রাকের নগরী। ঘর ফেরা মানুষের পদভারে ক্লান্ত পিচের পথ থাকত অস্তির, নিশুতি রাতে খুঁজে ফিরতো স্বস্থি। অন্ধকারে ছিনতাইকারীর দল উৎ পেতে থাকত অলি গলিতে। অন্ধকারে আলতা পায়ে খদ্দেরের অপেক্ষায় থাকত নিশিকন্যারা। রাজপথের মোড়গুলো দখলে থাকত টহল পুলিশের।
দৃশ্যপট বদলাতে থাকে । করোনা দুনিয়া কাঁপিয়ে জ্বর তোলে ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলেও। পঁচিশে মার্চের পর থেকে বদলাতে থাকে শহরের দিন রাত। কার্যত লকডাউন সেই রাত থেকেই।

প্রথমদিকে লকডাউন ছিল অনেকটাই অঘোষিত। সামাজিক দূরত্বের জন্য ঢাকা হয়ে যায় ফাঁকা। ছিন্নমূল মানুষেরা ঠাঁয় নেয় শহরের ফুটপাত আর

অলি গলিতে। আর নিরন্ন সেই সকল মানুষেরা একমুঠো খাদ্যের জন্য দিনে কড়া নাড়ে বিত্তবানদের দরোজায়, রাতে রাস্তার মোড়ে, ফুটপাতে।

জিরোপয়েন্টের এ দৃশ্য যেন মনে করিয়ে দেয় আবুল বাশারের সেই বিখ্যাত চরিত্র ফজল আলীর কথা। ফজল আলী একমুঠো ভাতের জন্য ছুটে আসে মহানগর কলকাতায়। প্রশ্ন জাগে, লকডাউনে কর্মহীন দরিদ্র মানুষেরাও কি ছুটছে ফজল আলীর মতোই। সময়ই হয়তো এর উত্তর দেবে।

শুধু জিরোপয়েন্ট নয় এমন চিত্র রাজধানীর গুলিস্তান, সদরঘাট, কাকরাইল, মগবাজার, মহাখালী, টিএসসি, শাহবাগ, মোহম্মদপুরের বিভিন্ন সড়কপথে। রোববার রাতে সরজমিন এসব এলাকায় চিত্র ছিল এমনই। রাত ১১টার দিকে ফকিরাপুল, কাকরাইল, নয়াপল্টন, বেইলিরোডের অফিসার্স ক্লাব এলাকায় দেখা যায় অকষ্মাৎ একটি পাজেরো জিপ থামিয়ে চাল, ডাল, আলুর প্যাকেট চটজলদি দিয়ে চলে যেতে। একাধিকবার এ এলাকায় এ দৃশ্য চোখে পড়েছে।

টিএসসি এলাকায় ত্রাণ দেয়ার আগে অনেককেই দেখা গেছে টোকেন দিয়ে যেতে। পরে টোকেন নিয়ে যারা এসেছে তাদের ত্রাণ দেয়া হয়েছে। প্রবল বন্যা বা অন্যকোন দুর্যোগে চাল-ডালের জন্য মানুষকে এভাবে দাঁড়াতে দেখা যায়নি নিকট অতীতে।
ফুটপাতে অপেক্ষায় থাকা মোবারক, আরশাদুল, আসিয়ার সঙ্গে কথা হয়। এরা বুয়েট ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার। দিনমজুরি আর বাসায় ঝিয়ের কাজ করে যা আয় হতো তা দিয়েই চলত সংসার। করোনায় সবকিছু বন্ধ বলে তাদের মাথায় হাত। অনেক বিত্তবান পরিবারের পক্ষে নীরবে রাতে ত্রাণ দেয়া হয় বলে তাদের অপেক্ষা।

সুত্র-মানবজমিন

কুমিল্লায় বাড়ি লকডাউনের নয় ঘণ্টা পর কৃষকের মৃত্যু

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে করোনায় আক্রান্ত সন্দেহভাজনের বাড়ি লকডাউনের নয় ঘণ্টা পর জ্বর, সর্দি, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকাল ৮টায় তিনি মারা যান। এর আগে শনিবার রাত ১১টায় দাউদকান্দি উপজেলার মারুকা ইউনিয়নের চক্রতলা গ্রামের ওই ব্যক্তির অসুস্থতার লক্ষণকে করোনার উপসর্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হওয়ায় তার পরিবারসহ একটি বাড়ির সাতটি পরিবারকে লকডাউনের আওতায় নেওয়া হয়।

দাউদকান্দি উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. শাহিনুর আলম সুমন জানান, ওই ব্যক্তি চার-পাঁচদিন আগে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে জ্বর, সর্দি এবং কাশিজনিত রোগের চিকিৎসা নেন। শনিবার পূর্বের সমস্যাগুলোর সাথে শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাথে যোগাযোগ করে তার পরিবারের লোকজন।

দাউদকান্দি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম জানান, ওই ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত সন্দেহে মারুকা ইউনিয়নের চক্রতলা গ্রামে একটি রাতে একটি বাড়ি লকডাউন করা হয়।
সিভিল সার্জন ডা. নিয়াতুজ্জামান বলেন, মারা যাওয়া লোকটি আগে থেকেই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। তার উপসর্গ করোনা সংক্রমণের সাথে সম্পর্কিত তাই নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় আইইডিসিআর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে কি কারণে লোকটি মারা গেলেন।

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি এই বাড়িতে প্রবাস থেকে কেউ দেশে ফিরেনি, সেই ব্যক্তি পেশায় কৃষক ছিলেন।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

এনআইডি নেই, তাই ত্রাণ পান না ভিক্ষুক লালবানু

পঞ্চাশোর্ধ লাল বানু প্রায় ৩০বছর ধরে বসবাস করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মোবারকপুর ইউনিয়নের অস্থায়ী বাসিন্দা। তিনি গাইবান্ধার বাসিন্দা হলেও নির্মম নিয়তির শিকার হয়ে আজ তাকে বসবাস করতে হচ্ছে এখানে।

মোবারকপুর ইউনিয়নে অন্যের করুণায় পাওয়া এক টুকরো মাটির উপর পলিথিনের ঘর তৈরি করে কোনো রকমে বসবাস করছেন। তার ওপর আবার বাড়তি যোগ হয়েছে মেয়ে ও ৬ বছর বয়সের নাতির।

জানা গেছে, ভিক্ষা করেই চলে লালবানুর সংসার। কিন্তু বর্তমানে করোনাভাইরাস ঝুঁকি এড়াতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ঘর থেকে বের হতে পারছেন না তিনি।
অন্যদিকে ন্যাশনাল আইডি কার্ড (এনআইডি) না থাকায় জনপ্রতিনিধিদের থেকেও কোনো সাহায্য পাচ্ছেন লালবানু। ফলে ভিক্ষা করতে না পারায় মেয়ে ও নাতিকে নিয়ে অনাহারে দিন কাটছে তার।

লালবানু এই প্রতিবেদককে জানান, প্রায় ৩০ বছর আগে মাদকাসক্ত স্বামী নির্যাতন করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন তাকে। এরপর জীবন চালাতে হাতে ভিক্ষার থালা নিয়ে ঘুরতে থাকেন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। একসময় ভিক্ষা করতে করতে চলে আসেন শিবগঞ্জের মোবারকপুর এলাকায়।

তিনি আরও জানান, তার কথা শুনে জোহরপুর গ্রামের আবু তালেবের বাড়ির পেছনে আম বাগানের এক কোণে জায়গার ব্যবস্থা করে দেন স্থানীয়রা। সেখানেই পলিথিনের ঘর বানিয়ে ভিক্ষা করে কোনো রকম সংসার চালাচ্ছিলেন। এমন সময় তার সংসারে যোগ দেয় স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে লাবনি ও ৬ বছর বয়সী নাতি আসাদ।

লালবানু জানান, এখানে আসার পর একটা জাতীয় পরিচয়পত্র- এনআইডি কার্ড বানিয়ে দেয়ার জন্য অনেকবার জনপ্রতিনিধিদের কাছে গিয়েছেন। কিন্তু কেউ তাকে তা বানিয়ে দেয়নি। এছাড়া তিনি এখানকার ভোটার না হওয়ার কারণে কেউ তাকে ত্রাণ দেয় না। ফলে কি খেয়ে বাঁচবেন এনিয়ে হতাশায় দিন কাটছে তার।

এ বিষয়ে মোবারকপুর ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্য গোলাম মোস্তফা বলেন, তিনি লালবানুর বিষয়ে জানেন যে, তিনি ভিক্ষা করেই চলেন। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সামনে বরাদ্দ পেলে তাকে অনুদান দেয়ার চেষ্টা করবেন তিনি।

সুত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার ভুল উপস্থাপন, দুঃখ প্রকাশ

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সর্বশেষ খবর জানাতে এসে বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) ‘ভুল তথ্য’ উপস্থাপন করায় দুঃখ প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে নিয়মিত অনলাইন সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম শাখার প্রধান হাবিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পেয়েছি। মহাপরিচালক মহোদয় দেশের সব বিভাগের পরিচালকদের জানিয়েছেন, প্রতিটি উপজেলা থেকে অন্তত ২টা করে নমুনা পাঠাতে হবে। আগামীকাল অন্তত এক হাজার নমুনা পরীক্ষা করা হবে।’

বাংলাদেশে সন্দেহভাজন রোগীদের পরীক্ষা কম হচ্ছে বলে সমালোচনার প্রেক্ষাপটে ওই কথা বলেছিলেন তিনি। তবে হাবিবুরের ওই কথাটি সঠিক নয় বলে রাতে গণমাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা। তার চিঠিতে বলা হয়, ‘আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে ভুলক্রমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে কোভিড-১৯ পরীক্ষার নমুনা পরীক্ষার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। সূত্র- বিডি ২৪ লাইভ ডটকম

প্রকৃতপক্ষে গত ১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিভিন্ন

চিকিৎসক পেশাজীবী সংগঠন এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে একটি সভায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কোভিড-১৯ পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এর ফলে দেশের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে অধিকতর ধারণা সৃষ্টি হবে মত প্রকাশ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপন না হওয়ায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’

তিনি আরও জানান, বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগরীর ৯টি এবং ঢাকার বাইরে ৫টি আরটি-পিসিআর পরীক্ষা কেন্দ্র সচল ছিল। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর বাইরে ৪০টি জেলার সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ২৬৭টি নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পিসিআর পরীক্ষা কেন্দ্র ১০০টি নমুনা সংগ্রহ করছে। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান -আইইডিসিআর পৃথকভাবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ১০০টি নমুনা সংগ্রহ করেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাকি ২৪টি জেলার নমুনা সংগ্রহের তথ্য সন্ধ্যা নাগাদ তাদের হাতে আসেনি। দুপুরেরি ব্রিফিংয়ে দেশে আরও দুজনের মধ্যে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার কথা জানানো হয়েছিল, যাদের নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৬ জন। নতুন করে কারও মৃত্যুর তথ্য না আসায় বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এ মৃতের মোট সংখ্যা আগের মতোই ৬ জনে রয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে ২৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন

সংবাদপত্র, জ্বালানি পরিবহন ছুটির আওতামুক্ত

সংবাদপত্র ও জ্বালানি পরিবহন ছুটির আওতামুক্ত থাকবে। এই দুটি বিষয় যুক্ত করে সরকার ঘোষিত ছুটির প্রজ্ঞাপন সংশোধন করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ১ এপ্রিলের তারিখ দিয়ে প্রজ্ঞাপনটি সংশোধন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ২৪ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিল, ছুটি বা বন্ধ সরকারি-বেসরকারি অফিস আদালতের জন্য প্রযোজ্য হবে। স্বাস্থ্যসেবা, সংবাদপত্রসহ অন্য জরুরি কার্যাবলি চলবে। গণপরিবহন ছাড়া অন্যান্য জরুরি পরিবহন যেমন ট্রাক, কার্গো, অ্যাম্বুলেন্স, সংবাদপত্রবাহী গাড়ি ইত্যাদি যথারীতি চলবে।

করোনাভাইরাসের কারণে সাধারণ ছুটির মেয়াদ ৯ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়ে গতকাল বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ১০ ও ১১ এপ্রিল (শুক্র ও শনিবার) সাপ্তাহিক ছুটিও এর সঙ্গে যুক্ত হবে। ফলে ছুটি হবে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত।

সেই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, জরুরি সেবার (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট) ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না। এ ছাড়া কৃষিপণ্য, সার, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্পপণ্য, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, জরুরি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহন এবং কাঁচাবাজার, খাবার, ওষুধের দোকান ও হাসপাতাল এই ছুটির মধ্যে পড়বে না। এখন সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে সংবাদপত্র ও জ্বালানি পরিবহনের বিষয়টিও এখানে যুক্ত করা হয়েছে।

ছুটিতে জরুরি প্রয়োজনে অফিসগুলো খোলা রাখা যাবে। প্রয়োজনে ওষুধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানা চালু রাখতে পারবে। এ ছাড়া মানুষের প্রয়োজন বিবেচনায় ছুটিকালীন বাংলাদেশ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কিছু শাখায় সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত নগদ জমা ও উত্তোলন করা যাবে। লেনদেন-পরবর্তী আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শেষ করার জন্য ব্যাংক খোলা থাকবে বেলা তিনটা পর্যন্ত।

এ ছাড়া মানুষের জীবন-জীবিকার স্বার্থে রিকশা-ভ্যানসহ যানবাহন, রেল, বাস পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে বলে ছুটির প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে।

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকাসহ সারা দেশে ১৯ জনের মৃত্যু

ঢাকাসহ দেশের ১৪ জেলায় মঙ্গলবার বিকাল থেকে বুধবার রাত ১২টা পর্যন্ত জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্টসহ নানা রোগে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। করোনাভাইরাসে তাদের মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হতে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে (আইইডিসিআর) পাঠানো হয়েছে। মারা যাওয়া ব্যক্তিদের বাড়ি লকডাউন করে পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে জ্বর, সর্দি, কাশি নিয়ে ভর্তি দুই রোগী মারা গেছেন। তাদের মধ্যে একজনের বয়স ৬৫ এবং অপরজনের ৩২ বছর। বুধবার সন্ধ্যায় ঢামেকের সহকারী পরিচালক (অর্থ) ডা. আলাউদ্দিন আল আজাদ যুগান্তরকে জানান, মঙ্গলবার হাসপাতালের আইশোলেশন ওয়ার্ডে সর্দি-কাশি উপসর্গ নিয়ে ওই দু’জন ভর্তি হন।

তাদের মধ্যে একজন মঙ্গলবার রাত ১০টায় এবং অপরজন বুধবার ভোর ৫টায় মারা যান। লাশগুলো ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে। তিনি আরও জানান, দু’জনের নমুনা আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে।

রিপোর্ট পেলে জানা যাবে তারা করোনায় মারা গেছে, নাকি অন্য কোনো সমস্যায় মারা গেছে। তবে রিপোর্টে পজিটিভ এলে যথাযথ পদ্ধতিতে লাশ দাফন করা হবে। আর নেগেটিভ এলে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

ভাণ্ডারিয়া (পিরোজপুর): ভাণ্ডারিয়া উপজেলার ধাওয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ-পূর্ব ধাওয়া গ্রামের এক ব্যক্তি জ্বর, সর্দি-কাশি ও গলাব্যথা নিয়ে মঙ্গলবার মারা যান। আর এ আতঙ্কের কারণে ওই গ্রামের ২৩৫টি পরিবারকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই বাড়িটিকে লকডাউন করা হয়েছে।

ওই ব্যক্তির লাশ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফনের আগে মা ও ভাই গোসল করান এবং ঘরের মধ্যে জানাজা হয় বলে ইউপি চেয়ারম্যান মো. ছিদ্দিকুর রহমান জানান। ভাণ্ডারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এইচএম জহিরুল ইসলাম জানান, ওই ব্যক্তির নমুনা আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে।

উপজেলার গৌরীপুর ইউনিয়নের গৌরীপুরের এক গৃহবধূ শ্বাসকষ্ট নিয়ে বুধবার মারা যান। ভাণ্ডারিয়া উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জানান, মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু ওই নারীর কোনো করোনাভাইরাসের লক্ষণ পাওয়া যায়নি। তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

এ ছাড়া ইন্দুরকানীতে শ্বাসকষ্ট ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক বৃদ্ধা মারা গেলে পরিবারের লোকজন হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার উত্তর ভবানীপুর গ্রামে ওই নারী মারা যান। তার স্বজনরা জানিয়েছেন, কোনো করোনার উপসর্গ মনে হয়নি, স্বাভাবিক জ্বর ও শ্বাসকষ্ট থাকায় স্থানীয় চিকিৎসা নেয়া হয়েছে। খবর শুনে পুলিশ গিয়ে ওই পরিবারের লোকজনকে ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে বলেছে।

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ): ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার উচাখিলা ইউনিয়নের গোল্লা জয়পুর গ্রামে মঙ্গলবার রাতে জ্বর, সর্দি, কাশি ও গলাব্যথায় এক কলেজছাত্র মারা গেছে। ওই ছাত্রের বোন ও ভাগনির গলাব্যথা হলে করোনাভাইরাস সন্দেহে ময়মনসিংহের এক হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ওই রাতেই উপজেলার মগটুলা ইউনিয়নের মধুপুর বাজারের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। তিনি এক সপ্তাহ ধরে জ্বর, সর্দি ও কাশিতে ভুগছিলেন। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. নুরুল হুদা খান জানান, শ্বাসকষ্ট ও অ্যাজমা রোগী হিসেবে তার মৃত্যু হয়েছে।

বগুড়া: করোনাভাইরাস সন্দেহে বুধবার আরও দু’জনকে মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে এক কিশোর সন্ধ্যায় মারা যায়। সে ৬-৭ দিন ধরে পা ব্যথা, পা ফুলে যাওয়া ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। সন্ধ্যায় তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. শফিক আমিন কাজল এর সত্যতা নিশ্চিত করেন।

ফেনী : করোনা উপসর্গ নিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার দুপুরে ফেনী সদর উপজেলার পশ্চিম ছনুয়া গ্রামে তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. সাজ্জাদ হোসেন। তিনি জানান, বিকালে ওই যুবকের নমুনা পরীক্ষার জন্য চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশন ডিজিজ (বিআইটিআইডি)-এ পাঠানো হয়েছে।

রাজবাড়ী: জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্টসহ করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মঙ্গলবার রাজবাড়ী সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিট থেকে ঢাকায় পাঠানো সেই ব্যক্তি মারা গেছেন। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সে দুপুরে ঢাকার কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পৌঁছানোর পর সেখানে তাকে ভর্তি না নিয়ে সেখানকার ডা. মামুন নামে একজন মেডিকেল অফিসার সাত দিনের ওষুধ লিখে দিয়ে রাজবাড়ীতে ফেরত পাঠান। সেখান থেকে রাজবাড়ী ফিরে আসার পথে রাতে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটের ফেরির মধ্যে তার মৃত্যু হয়।

ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম): ফুলবাড়ীতে ঢাকা ফেরত এক ব্যক্তি বুধবার বিকালে নিজ বাড়িতে এসে মারা গেছেন। এ নিয়ে ওই এলাকায় করোনাভাইরাস আতঙ্ক বিরাজ করছে। ফুলবাড়ী হাসপাতালের মেডিকেল টিম সেখানে নমুনা সংগ্রহ করে। ফুলবাড়ী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. ফজিলাতুন্নেছা বন্যা জানান, তিনি দীর্ঘদিন যক্ষা রোগে ভুগছিলেন।

ঝালকাঠি ও কাঁঠালিয়া: কাঁঠালিয়ার আমুয়ায় জ্বর ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিন বছরের শিশু মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মারা গেছে। এ ঘটনায় ওই বাড়ির ৬ পরিবারের ৩০ জনকে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. তাপস কুমার তালুকদার জানান, ঘটনার খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আকন্দ মোহাম্মদ ফয়সাল উদ্দীন, থানার ওসি পুলক চন্দ্র রায় ও ইউপি চেয়ারম্যান ফোরকান সিকদারসহ আমরা একাধিক চিকিৎসক ঘটনাস্থলে যাই।

সাতক্ষীরা: কালীগঞ্জ উপজেলার বন্দকাটি গ্রামে বুধবার ভোরে জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও গ্যাসজনিত কারণে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। বিষ্ণুপুর ইউপি চেয়ারম্যান শেখ রিয়াজউদ্দিন বলেন, ওই গৃহবধূ কীভাবে মারা গেলেন, তা যাচাই করার জন্য বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. তৈয়াবুর রহমান বলেন, তিনি বন্দরকাটির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। সেখানে যাওয়ার পর বিস্তারিত জানানো যাবে।

শরীয়তপুর: শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা নড়িয়া উপজেলার মোকতারেরচর ইউনিয়নের ব্যাপারীকান্দি গ্রামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তার স্ত্রীসহ আশপাশের ২১ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে বলেছেন উপজেলা প্রশাসন। শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের

তত্ত্বাবধায়ক ডা. মনির আহম্মেদ খান জানান, শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হওয়া এক রোগী মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টায় মারা গেছেন।

পাবনা : পাবনা সদর উপজেলার গাছপাড়া গ্রামে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মঙ্গলবার সকালে নিজ বাড়িতে এক ব্যক্তি মারা যান। জেলা প্রশাসক কবীর মাহমুদ জানান, ওই ব্যক্তি যে করোনাভাইরাসে মারা যাননি- এটা নিশ্চিত করেই বলতে পারি। পাবনার ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. কেএম আবু জাফর বলেন, ওই ব্যক্তি স্বাভাবিক শ্বাসকষ্টজনিত রোগে মারা গেছেন।

নড়াইল : নড়াইলে জ্বর-শ্বাসকষ্ট ও বমিতে মারা যাওয়া যুবককে গোসল-জানাজা ছাড়াই মঙ্গলবার রাতে কবর দিয়েছেন পরিবারের তিন সদস্য। নড়াইল পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এহসান হাবীব তুফান জানান, ওই পরিবারের সদস্যরা হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন।

নড়াইল সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মশিউর রহমান বাবু জানান, ওই রোগী স্ট্রোকে মারা গেছেন। আমরা আইইডিসিআর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। কর্তৃপক্ষ ওই লাশ দাফনের জন্য স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের কথা বলেছে।

ভোলা: জেলা সদর হাসপাতালে বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হওয়া এক রোগীর মারা যাওয়া নিয়ে তোলপাড় চলছে। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তির নির্দেশ দেয়া ওই রোগীকে ওয়ার্ডবয়রা করোনা আইসোলেশনে নিয়ে যায়। এর পরই মারা যান ওই রোগী।

হাসপাতালের আরএমও ডা. তৌয়বুর রহমান জানান, ওই রোগী হার্ট অ্যাটাকে মারা যেতে পারেন। তার শরীরে করোনাভাইরাসের কোনো উপসর্গ ছিল না। পুরুষ মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তির নির্দেশ দেয়া রোগী করোনা আইসোলেশনে নেয়ার বিষয়টি ভুল ছিল। এ নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম/সীতাকুণ্ড: চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আনুমানিক ১৬ বছর বয়সী ওই কিশোরের মৃত্যু হলেও রাতে বিষয়টি জানাজানি হয়।

চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন ডা. সেখ ফজলে রাব্বি রাতে যুগান্তরকে বলেন, জ্বর ও কাশি নিয়ে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি

হয়েছিল ছেলেটি। সেখানে পরীক্ষায় তার নিউমোনিয়া পাওয়া যায়। করোনা সন্দেহে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়।

তিনি আরও বলেন, আইসোলেশনে মারা যাওয়া ওই কিশোরের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টে করোনা শনাক্ত হয়নি। এদিকে ওই কিশোরের সঙ্গে থাকা তার বাবার শরীরের রক্তের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে বলে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক অসীম কুমার নাথ জানিয়েছেন।

এদিকে, সীতাকুণ্ডে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ট্রফিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ (বিআইটিআইডি) হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হওয়া এক নারী মারা গেছেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টায় তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন শেখ ফজলে রাব্বি বলেন, ওই নারী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় তাকে বিআইটিআইডিতে পাঠানো হয়। হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর করোনাভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

সুত্র-যুগান্তর

করোনা সন্দেহে ট্রাক থেকে নামিয়ে দিল শ্রমিককে, এগিয়ে আসেনি কেউ

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে রোববার সকালে শাহ আলম (৫৫) নামে এক শ্রমজীবীকে পণ্যবাহী ট্রাক থেকে বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেয়া হয়েছে।

তিনি সেখানে দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

ওই ব্যক্তি ঢাকা থেকে রংপুরের বাড়িতে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রংপুরের ধাপ মডার্ন মোড় এলাকার মৃত জমির উদ্দিনের ছেলে শাহ আলম ঢাকায় দিনমজুরের কাজ করেন। করোনাভাইরাস আতঙ্কের কারণে তিনি শনিবার রাতে ঢাকা থেকে রংপুরগামী পণ্যবাহী একটি ট্রাকে উঠেন।

রোববার সকালে ট্রাক বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছলে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে সন্দেহে ট্রাকের চালক ও হেলপার তাকে মহাসড়কের পাশে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়।

শাহ আলম দীর্ঘক্ষণ মহাসড়কের পাশে পড়ে থাকলেও ভয়ে কেউ কাছে আসেনি। সকাল ৯টার দিকে এক পথচারী দেখতে পেয়ে শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানান। নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর কবির স্থানীয় রায়নগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলামকে জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম ঘটনাটি শিবগঞ্জ থানাকে জানান। তখন থানার এসআই মোহাম্মদ আলী তাকে ভ্যানে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান।

শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. দেলোয়ার হোসেন পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন শাহ আলম হৃদরোগী। তখন তাকে অ্যাম্বুলেন্সে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. শফিকুল আমিন কাজল জানান, হৃদরোগী ওই ব্যক্তি বর্তমানে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শাহ আলমকে সিসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে।

□□□□□-□□□□□□□□